জলবায়ু সক্ষমতা

CJRF cK‡íi cKvkbv

msL¨v- 34; RyjvB 2021 \ kªveY, 1428

G¨vW‡fv‡Kwm ¯'vbxq D‡`¨vM Awf‡hvRb

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে “Climate Justice Resilient Fund-CJRF” শিরোনামে একটি প্রকল্প কোস্ট বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় ৭ টি জেলায় জানুয়ারী, ২০১৮ হতে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এই প্রকল্পেটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে কোস্ট স্থানীয় সহযোগী সংস্থাদের সাথে নিয়ে উপকূলীয় সুরক্ষার বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের সাথে এ্যাডভোকেসি করছে, নারী ও কিশোরীদের সচেতন করতে কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে জনসচেতনতা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে, ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিতে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল সমুহ প্রদান ও সম্প্রসারনের উদ্যোগ নিয়েছে।

সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বস্তায় সবজি চাষ, বিকল্প আয়ের পথ তৈরি করলেন দিলুরা বেগম

দিলুরা বেগমের বাড়ির পাশের ছোট্ট পরিত্যাক্ত জমিতে বড় বড় সিনথেটিক বস্তা দাঁড় করিয়ে রাখা। এক একটা বস্তা যেন এক একটি সবজির ‘ক্ষেত’। এসব ক্ষেতে তিনি মরিচ, শাক, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, ঢ্যাঁড়স, বেগুন লাগিয়েছেন। এই সবজি ক্ষেত থেকে দিলুরা বেগমের রান্নাঘরের চাহিদা মেটে। শুধু তাই নয়, এখান থেকে সবজি স্থানীয় বাজারে ও তিনি বিক্রি করেন। তাতেও বেশ কিছু টাকা আসে; যা তার সংসার ও সন্তানের পড়াশুনায় লাগে।

দিলুরা বেগম কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার বড়ঘোপ ইউনিয়নের ঘিলদাড় গ্রামের বাসিন্দা। দিলুরা বেগমের সাথে আলাপে জানা যায়, এই উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার কারণে তেমন কোনও ফসলই হয় না।

তিনি জানান, বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষে খরচ কম, জায়গা কম লাগে; জলাবদ্ধ ও লবণাক্ত জায়গায় চাষ করা যায়। আবার ফলনও বেশি হয়। এতে নিত্য প্রয়োজন মেটানোর পর এ পদ্ধতির সবজি চাষে লাভও খারাপ হয় না। স্বামী দিন মজুরী করে, কিন্তু বয়সের কারনে আয় উপার্জন নেই,এক ছেলে আর চার মেয়ে নিয়ে অভাবের সংসার।

এভাবে সবজি চাষের ধারণা কোথায় পেলেন, এ প্রশ্নের জবাবে দিলুরা বেগম বলেন, কোস্ট-সিজেআরএফ প্রকল্পের একটি উঠোন বৈঠকে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেখানেই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে জানতে পারেন, পরে ঐ প্রকল্প থেকে সহায়তা করা হয়েছে এমন একজন তার পাশের গ্রামে থাকে নাম ফরিদা বেগম। তার বস্তা ক্ষেত ও সফলতা দেখে তিনি এই পদ্ধতিতে সবজি চাষে অনুপ্রানিত হন এবং নিজের উদ্যোগেই এই পদ্ধতিতে সবজি চাষ শুরু করেন। ভয় ছিল সফল হওয়া নিয়ে। কিন্তু এখন সে ভয় কেটে গেছে। আগামীতে চাষের পরিধি আরও বাড়াবেন বলে জানান তিনি।

তিনি আরো জানালেন প্রকল্পের অফিসার তাকে নিয়মিত পরামর্শ দিচ্ছে, বর্তমানে ২৩টি বস্তায় সবজির চাষ করেছেন শিম, বরবটি, ঝিঞ্গে,মিষ্টি কুমড়ার ভালো ফলন হয়েছে। আশা করছি এই মৌসুমে অন্তত ৮-১০ হাজার টাকার সবজি বাজারে বিক্রি করতে পারবো।

Rjvex× RvqMvq wb‡Ri mewR evMv‡bi cwiPh©v Ki‡Qb w`jiv ‡eMg, eo‡Nvc BDwbqb, KZzew`qv,KKevRvi| Qwe-‡gv: kvn`vr †nv‡mb,wUI, wm‡RAviGd,

ঈদে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সচেতনতামূলক প্রচারনা

cewÎ C`-Dj Avhnv উপলক্ষ্যে করোনা সংক্রমনের ঝুঁকি কমাতে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প তার উপকূলীয় কর্ম এলাকা ভোলা ও কক্সবাজার জেলায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। করোনাভাইরাস মহামারীতে মানুষের চলাচল বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সংক্রমণের বর্ধিত ঝুঁকি এড়াতে জন-সমাগমস্থল যেমন লঞ্চ ঘাট, ফেরি ঘাট, গরুর হাট এবং বাজারে সচেতনতামূলক মাইকিং, বিষয় ভিত্তিক লিফলেট এবং মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। করোনা থেকে নিজেকে নিরপাদ ও সুস্থ রাখতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা প্রচারের পাশাপাশি জনসাধারণকে ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, কারণ ভ্যাকসিন নিয়ে জনমনে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে, অসচেতনতার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে ভ্যাকসিন গ্রহণের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ কম এবং সংক্রমনের মাত্রা অত্যান্ত আশংকাজনক।

প্রচারনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন জনাব আল-নোমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চরফ্যাশন ভোলা,২০ জুলাই ২০২১,ছবি: মো: আতিকুর রহমান, টিও, সিজেআরএফ।

এই সচেতনতা মূলক প্রচারণা কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, বাজার সমিতির নেতৃবৃন্দ, গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ সহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তারাও প্রচারণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং সময়োপযোগী এইধরনের উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । তারা বলেন ঈদে নৌ- পথে করোনা হট স্পট থেকে

K‡ibv cwZ‡iv‡a m‡PZbZvgjK cPvibvi cvkvcvwk gv¯‹ civi Af¨vm M‡o Zj‡Z Rbmvavi‡bi g‡¨ gv¯‹ weZib Kiv nq| KZew`qv, KKevRvi,Qwe -‡Kv÷

গাদাগাদি করে মানুষের বাড়ি ফেরা এবং কোরবানির পশুর হাটে জনসমাগমের কারণে সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কা অত্যাধিক। ঘরমুখো মানুষের এই স্রোত যেহেতু ঠেকানো যাচ্ছেনা, তারা আশা প্রকাশ করেন এই ধরনের সচেতনতামূলক প্রচারনা করোনা সংক্রমন প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

এই বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আল নোমান বলেন, মানুষের মাঝে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে এবং কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে এই মাহামারি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে, জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সিজেআরএফ প্রকল্পের উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। এই ধরণের উদ্যোগ বাস্তবায়নে চরফ্যাশন উপজেলা প্রশাসন সর্বাত্মক সহযোতিা করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিগ্রস্থতা বিবেচনায় প্রকল্পের লক্ষ্যিত উপকারভোগী নির্বাচন

MZvbMwZK c×wZ‡Z †fRv I m¨vZm¨v‡Z gwU‡Z QvMj cvjb Kivi AwfÁZv ebbv Ki‡Qb Lvw`Rv †eMg| eo‡Nvc BDwbqb,KZew`qv,KKevRvi,Qwe -‡Kv÷

সিজেআরএফ প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সহিষ্ণু আয় বর্ধনমূলক কৌশল সম্প্রসারণে লক্ষ্যিত উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বেইজলাইন পদ্ধতি অনুসরন করা হচ্ছে। প্রকল্পের কর্মএলাকার ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটি পর্যায়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জলবায়ু বিদাপন্নতার তথ্য উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং তার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটি বিশেষ করে নারী প্রধান পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের জন্য উপকারভোগী নির্বাচিত করা হচ্ছে।

এই ধরনের তথ্য ও উপাত্ত সমূহ উপকারভোগীর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতে প্রকল্পের প্রভাবকে মূল্যায়ন করতে সহযোগিতা করবে। জলবায়ু সহিষ্ণু আয় বর্ধনমূলক কৌশলবাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্যিত উপকারভোগীদের প্রকল্প থেকে আর্থিক ও কারিগড়ি সহায়তা প্রদান করা হবে কৌশলগুলোর মধ্যে-বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বেড ও ট্রিপল এফ মডেল পদ্ধতি।

এই ধরনের কৌশল বাস্তবায়নের ফলে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ নারীরা বিকল্প আয়ের উৎস খুজে পাবে,তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তারা জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন করবে।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল ভোলা ও কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলায় কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প এই ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। চলতি বছরে জলবায়ু সহিষ্ণু আয় বর্ধনমূলক কৌশল বাস্তবায়নের মোট লক্ষ্য মাত্রা ১০০ টি পরিবার, তারমধ্যে ত্রিপল-এফ মডেল-৪টি পরিবার, বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ-৩৬টি পরিবার, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন-৩৬টি পরিবার, বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ-২৪টি পরিবার।

Rjve×Zvq gnvdRv †eM‡gi Rwg¸‡jv ciZ¨v³ Ae¯’vq _v‡K eQ‡ii `xN mgq, mvÿvrKvi wb‡”Qb cK‡í i †UKwbK¨vj Awdmvi, Pigv`vR 7 bs IqvW, Pid¨vkb, ‡fvjv|

আয় বৃদ্ধিমূলক কৌশল সম্প্রসারনের পাশাপাশি হাতে কলমে প্রশিক্ষন দেয়ার সুপারিশ উপকারভোগীদের

গত ৩০ জুলাই ২০২১ ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার মানিকা ইউনিয়নের চরকচ্ছপিয়ায় সিজেআরএফ প্রকল্পের লক্ষ্যিত উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপকারভোগীরা জলবায়ু সহিষ্ণু আয় বৃদ্ধিমূলক কৌশল প্রদানের পাশাপাশি গবাদি পশু ও হাঁস মুরগি পালনের উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ আয়োজন করার সুপারিশ করেন। তাদের অভিযোগ প্রতিবছরই বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের কারনে তাদের গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী মারা যাচ্ছে, তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রশিক্ষন না থাকায় তারা নিয়মিত টিকা দিতে পারছে না,আবার ডাক্তার দিয়ে টিকা দেয়ার সামর্থ্যও তাদের নেই।

এছারাও তারা নারী ও কিশোরীদের জন্য ৩ মাস ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষনের আয়োজন করার সুপারিশ করেন, তারা বলেন এর ফলে তাদের বিকল্প আয়ের পথ সুগম হবে। যেহেতু তাদের অধিকাংশ পরিবারের মূল উপার্জনই হচ্ছে নদী ও সাগড়ে মাছ ধরা, সরকারি অবরোধ এবং দুর্যোগের সিগন্যাল থাকার কারনে বছরের অধিকাংশ সময় তারা মাছ ধরতে যেতে পারে না, তখন চরম দুর্ভোগে দিন কাটে।

GB cKvkbwU ˆZwi‡Z c‡qvRbxq Z_¨ w`‡q ÔÔwm‡RAviGdÕÕ cK‡íi mKj mnKgx mn‡hwMZv K‡i‡Qb|
we¯wiZ Z_¨ I †hvMv‡hv‡Mi Rb¨:
‡gv : Aveyj nvmvb, †cvMvg †nW-‡Kv÷ Uv÷, wm‡RAviGd cKí|
†gvevBj : 01708120333, **hasan@coastbd.net**
cKí Kvhvjq- k¨vgjx, XvKv †_‡K cKvwkZ I msiwÿZ www.coastbd.net